দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 AUG 1987
পৃষ্ঠা 5

অর্থের অভাব

পার্বতীপুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না

পার্বতীপুর (দিনাজপুর), ১লা আগষ্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—শ্রেণী কক্ষের অভাব, আসবাবপত্রের স্বল্পতা, বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের সংকট এবং প্রয়োজনীয় অর্থাভাবসহ বিভিন্ন সমস্যা ও অব্যবস্থার দরুন পার্বতীপুর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক পড়াশুনা ব্যাহত হচ্ছে।

১৯৩৬ সালে স্থাপিত হাবড়া উচ্চ বিদ্যালয় নানা সমস্যায় জর্জরিত। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যানুপাতে পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ না থাকায় নিয়মিত ক্লাস চালানো দুরূহ হয়ে পড়েছে। স্থানাভাবের দরুন অসুবিধার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস করতে হয়। অফিস ঘরের অভাবে একটি শ্রেণী কক্ষে কাজ চালানো হয়। মহিলা বিশ্রামাগার নেই। ফলে ছাত্রীদের মাঝে মধ্যে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়। ছাত্রাবাস ও বিজ্ঞান ভবন নেই। আসবাবপত্রের সংখ্যাও একেবারেই কম। বেঞ্চ সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হাবড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে বিরাজমান সমস্যার প্রতি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ভবানীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে একই সমস্যা বিদ্যমান।

হামিদপুর ইউনিয়নের হাজী সানাউল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়ের অত্যন্ত করুণ অবস্থা। প্রায় ২২ বছর পূর্বে অপরিকল্পিতভাবে তৈরী বিদ্যালয় ভবন জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। সংস্কারের অভাবে প্লাষ্টার খসে পড়েছে, দেয়ালের বিভিন্ন স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে, এমনকি ছাদ দেবে গেছে। যে কোন মুহূর্তে ধসে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ফলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস করতে হচ্ছে। শ্রেণীকক্ষের অভাব এতই প্রকট যে, পার্শ্ববর্তী মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কক্ষগুলোতে ক্লাস চালানো হচ্ছে। বেঞ্চের অভাবে অনেক সময় ছাত্র-ছাত্রীদের দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হয়। আসবাবপত্রের মধ্যে কয়েকটি হাতলবিহীন নড় বড়ে চেয়ার, ভাঙ্গাচোরা টেবিল ছাড়া উল্লেখ করার মত কিছুই নেই। আলমিরা না থাকায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংরক্ষণে দারুণ অসুবিধা। মাঝে মধ্যে বগলদাবা করে তা বাড়ী নিয়ে যেতে হয়। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের কমনরুম নেই। ল্যাবরেটরীতে উল্লেখ করার মত কোন সরঞ্জাম নেই। অর্থাভাবের দরুন শিক্ষকদের ভাগ্যে নিয়মিত বেতন জুটে না। এ ছাড়া আর্থিক সংকটের দরুন উন্নয়নমূলক কাজে হাত দেয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

মন্মথপুর কো-অপারেটিভ উচ্চ বিদ্যালয় গৃহের অধিকাংশ জানালা দরজা নেই। প্রায় বছর-তিনেক থেকে বিজ্ঞান ভবন অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। কক্ষের অভাবে একই ঘরে প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষকবৃন্দ বসেন ও অফিসের কাজকর্ম করা হয়। খেলাধুলার সরঞ্জাম নেই বললেই চলে। অর্থ সংকট তীব্র। এছাড়া পৌর এলাকার শাফি মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, বেলাইচণ্ডি, দলাইকোঠা, রাজাবাসর, আমবাড়ী ও দুর্গাপুর উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতেও একই অবস্থা বিরাজ করছে।